الْعَلِيمُ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম, আসমাউল হুসনার ২০তম নাম 'الْعَلِيمُ' আজকের আলোচনার বিষয়।

'الْعَلِيمُ' শব্দের মূল ع ل م - এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দগুলো পবিত্র কুরআন মাজীদে ৮৫৪ বার এসেছে। জানা, শিক্ষা দেয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ 'الْعَلِيمُ' অর্থ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তিনি সবকিছু জানেন।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

সূরা আল আনআ'ম ৯৬ নং আয়াত -

তিনিই (রাতের বুক চিরে) ভোরের উন্মেষ ঘটান। তিনিই বানিয়েছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত আর হিসাবের জন্য সূর্য আর চাঁদ। এসবই মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত।

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

সূরা আল আনআ'ম ১৩ নং আয়াত -

রাতে-দিনে যা কিছু বিরাজ করে সবই তাঁর। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

আল্লাহর কাছে ইব্রাহিম ও তার পুত্রের দোয়া, কাবা ঘর নির্মাণের সময়-

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

সূরা আল বাকারা ১২৭ নং আয়াত -

আর স্মরণ কর, ইব্রাহিম এবং ইসমাইল যখন এই ঘরের ভিত উঠাচ্ছিল, তখন তারা (দোয়া করে) বলেছিল: আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের এই কাজ কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শোনো এবং সবকিছু জানো।

আদম সৃষ্টির পর ফেরেশতারা যখন জিনিস গুলোর নাম বলতে পারল না, এবং আদম বলে দিলো, তখন ফেরেশতাদের উক্তি-

قَالُوا۟ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

সূরা আল বাকারা ৩২ নং আয়াত -

তারা (ফেরেশতারা) বলল: আপনি মহান, আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই আপনি যা শিখিয়ে দিয়েছেন তা ছাড়া। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়।

ইব্রাহিমের স্ত্রী বন্ধ্যা এবং বৃদ্ধাকে যখন আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল, তখন সে (মহিলা) বিস্ময় প্রকাশ করেছিলো, তখন ফেরেশতারা বললো:

قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

সূরা যারিয়াত ৩০ নং আয়াত -

তারা (ফেরেশতারা) বললো: আপনার প্রভু এ কথাই বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞানী।

হাদিস: আহমদ গ্রন্থ-

রাসূল স: বলেছেন:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

আল্লাহর নামে, যার নামে শুরু করলে পৃথিবী বা আকাশের কেউই ঐ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। বিকালে তিনবার পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার কোনো ক্ষতি হবে না। আর সকালে তিনবার পাঠ করলে বিকাল পর্যন্ত কেউই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্দেশ পালন করা মানুষের জন্য ফরজ। আসুন, আমরা আল্লাহ 'الْعَلِيمُ' এর ইবাদত করি এবং নিজেদেরকে সৃষ্টি কল্যাণ কাজে নিয়োজিত করি।

সর্ব জ্ঞানী আল্লাহর কোন গুণের সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। শিরক বড় কঠিন যুলুম, অপরাধ। আল্লাহ এ অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত রাখুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।